দৈনিক বাংলা

তারিখ 16 JUL 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 4

024

# শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা

(১ম পৃঃ পর)

গতির কথা উল্লেখ করে তিনি এই মর্মে দুঃখ করেন যে শিক্ষাখাতে কাঙ্ক্ষিত উন্নতি লাভ না করার কারণে আমরা অনেক পিছিয়ে রয়েছি।

প্রেসিডেন্ট বলেন, সময়ের প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষাখাতকে গণমুখী করে তোলা সম্পর্কে এখন গভীরভাবে ভেবে দেখার সময় এসেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি শিক্ষকদের স্মরণ করিয়ে দেন যে তাদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার ওপরই এসব কিছু নির্ভরশীল।

তিনি বলেন, স্বাধীনতা অর্জনের সময় শিক্ষার হার শতকরা ১৮ থেকে ২০ ভাগ ছিল বলে বলা হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুসারে এই হার এখন শতকরা ৩০ ভাগে উন্নীত হয়েছে। এই হার মোটেও গর্ব করার মত নয়। আমরা অবশ্যই এই হারকে এমন একটা পর্যায়ে উন্নীত করবো যাতে শিক্ষিত জাতি হিসাবে গর্ব করতে পারি।

প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার ওপর জোর দিয়ে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, কেবল এভাবেই গ্রামের মানুষকে সাক্ষর করে তোলা যাবে।

তিনি বলেন, আমাদের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য পেশার লোকেরা বিদেশে সুনাম অর্জন করছেন, অপরদিকে গ্রামের মানুষ নিরক্ষরতার অভিশাপগ্রস্তই রয়ে গেছেন।

তিনি বলেন, পর্যায়ক্রমিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে দু'হাজার সালের মধ্যে শিক্ষিতের হার শতকরা ৮০ ভাগে উন্নীত করার উদ্যোগ নিতে হবে। সেই সঙ্গে শিক্ষার মান বাড়ানোর ও ভবিষ্যৎ বংশধরদের অর্থবহ শিক্ষাদানের চেষ্টাও চালাতে হবে।

প্রেসিডেন্ট বলেন, তার সরকার জাতির প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে গণমুখী শিক্ষা চালু করতে চান। এ লক্ষ্যেই সরকার একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করেন, এই কমিশন ইতিমধ্যেই এর রিপোর্টও পেশ করেছে।

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তার সরকার এই রিপোর্ট জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়ায় বিশ্বাসী নন, বরং রিপোর্টের ওপর সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে জনমত জানতে চান। রিপোর্টটি উপযুক্ত বলে বিবেচিত হলেই কেবল বাস্তবায়িত করা হবে।

দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান পরিস্থিতির উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট প্রশ্ন রাখেন যে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে যেক্ষেত্রে জীবনের নিরাপত্তা নেই ও সেশন জ্যামের কারণে যথাসময়ে শিক্ষা সমাপ্তির নিশ্চয়তা নেই সেক্ষেত্রে অভিভাবকরা কেন তাদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষার জন্য সেখানে পাঠাবেন?

তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮০ থেকে '৮৭ পর্যন্ত সাড়ে সাত বছরের মধ্যে সাড়ে চার বছরই বন্ধ ছিল, আর প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮১ থেকে '৮৫ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ৪৭২ দিন বন্ধ ছিল। গত বছর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ২৪২ দিন বন্ধ ছিল বলে উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট বলেন, সরকার প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রের পেছনে বছরে ১৩